সংবাদ

তারিখ ... 30 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

চাকরির ৬ বছরেও

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাননি শিক্ষা ক্যাডারের তিন হাজার সদস্য

মন্ত্রণালয় ও শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

রাকিব উদ্দিন

চাকরির ৫-৬ বছর অতিবাহিত হলেও বাধ্যতামূলক 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' (এফটিসি) পাননি বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় তিন হাজার সদস্য। এই প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় এসব শিক্ষক চাকরিতে স্থায়ী হতে পারছেন না। স্থগিত রয়েছে পদোন্নতি ও অন্যান্য সুবিধা। বর্তমানে 'নায়েম' এ সরকারি কলেজের শিক্ষকদের চার মাসের এফটিসি (ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্স) করানো হচ্ছে। এই সংস্থাটিতে অবকাঠামো সংকটের কারণে এখন ঢাকার বাইরে জেলা পর্যায়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (টিটিসি) ও এইচএসটিটিআইতে শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স করানোর উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও নায়েম।

কিন্তু সরকারি কলেজের শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র নেতারা বলছেন, ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্স নায়েমে (জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি) হতে হবে। কোন অজুহাতেই শিক্ষা ক্যাডার সদস্যদের প্রশিক্ষণ কোর্সটি নায়েমের বাইরে টিটিসি বা এইচএসটিটিআইতে নেয়া যাবে না। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম 'ফেসবুকে'ও এ বিষয়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন শিক্ষকরা।

নায়েম সূত্রে জানা গেছে, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫তম বিসিএসে নিয়োগ পাওয়া আড়াই হাজারের বেশি

বুনিয়াদি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বুনিয়াদি : প্রশিক্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক এখনও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাননি। এছাড়া ৩০তম বিসিএসের কিছু শিক্ষকও এই প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত আছেন। সবমিলিয়ে এ সংখ্যা তিন হাজারের কাছাকাছি।

বর্তমানে শিক্ষকদের চার মাসের এফটিসি করানো হচ্ছে। যদিও যেকোন ক্যাডার সদস্যদের ন্যূনতম ছয় মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স করানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু নায়েমে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রতি ব্যাচে ৮০ জন করে শিক্ষককে চার মাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এতে একটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে আরেকটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু করতে ১৫ দিন বা একমাস বিলম্ব হয়। এ হিসাবে এক বছর বা ১৪ মাসে মোট ৩৫৪ জন শিক্ষক এফটিসি করতে পারছেন।

এ ব্যাপারে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সেমিনার সচিব ড. আবদুল কুদ্দুস শিকদার সংবাদকে, 'বর্তমানে যেভাবে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ করানো হচ্ছে তাতে আড়াই হাজারের বেশি শিক্ষকের প্রশিক্ষণ শেষ করতে ন্যূনতম ছয় বছর সময় লাগবে। এজন্য আমি মনে করি আপাতত নায়েমের অন্যান্য সকল ধরনের প্রশিক্ষণ টিটিসি'তে স্থানান্তরিত করে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আওতা বাড়ানো যেতে পারে। তা না হলে জট কমবে না। বর্তমানে এক শিফটে প্রশিক্ষণ চলছে। ডাবল শিফট চালু করা যেতে পারে।'

তিনি বলেন, 'ক্যাডার সার্ভিসের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বাধ্যতামূলক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ। কারণ এটি না হলে শিক্ষকদের চাকরি স্থায়ী হয় না। পদোন্নতি সংক্রান্ত সব সুবিধা স্থগিত থাকে।'

এদিকে এফটিসি কোর্স নিয়ে চলমান বিতর্ক নিরসনে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার গত ২৮ জুন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়ে দিয়েছেন, এই প্রশিক্ষণ নায়েমেই হতে হবে। ঢাকার বাইরে স্থানান্তরের কোন সুযোগ নেই। সভাপতি আরও বলেন, 'ক'দিন ধরে মাঠ পর্যায়ে গুঞ্জন চলছিল এফটিসি কোর্স আঞ্চলিক অফিসে নিয়ে যাওয়া হবে। যুক্তি হলো জট লেগেছে, তা ছাড়াতে হবে। ...নলাম ৪ জুলাই এ বিষয়ে সভা বসছে নায়েমে। এজন্য মাউশি মহাপরিচালককে আমাদের অবস্থানের কথা জানিয়েছি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের জট ঝামেলা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ড. মোল্লা জালালের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি ঢাকার বাইরে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজনের সুপারিশ করেছে। এতে নায়েমের কর্তা ব্যক্তিরাও রাজি হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষকরা ঢাকার বাইরে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণে রাজি নন।

ফেসবুকে প্রতিবাদের ঝড় :

ফেসবুকে সহকারী অধ্যাপক আবু জিহাদ আনছারী লিখেছেন, 'নায়েমকে বিসিএস প্রশাসন একাডেমির স্ট্যাটাসে দেখতে চাই। এক বছর সব কোর্স বাদ দিয়ে প্রতিদিন ৩ শিফটে ৩টি ব্যাচ একসঙ্গে চলতে পারে। তাহলে আগামী দেড় বছরে ৩,০০০ জনকে বুনিয়াদি কোর্স করানো সম্ভব। ক্যাডারের অনেক কর্মকর্তা আছেন, দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাদের অতিথি বক্তা হিসেবে বিনা পারিশ্রমিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। নায়েম শুধু কো-অর্ডিনেশন করলে সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।'

সাতক্ষীরার একটি সরকারি কলেজের প্রভাষক কাজী আসাদ চপল ফেসবুকে লিখেছেন, 'এক শিক্ষক শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অবশ্যই নায়েম বা পিএটিসিতে হতে হবে। এই জ্যাম ছাড়ানোর ব্যবস্থা নায়েম থেকেই করা সম্ভব। যেটি ২৪ এবং ২৬-এর ব্যাচের সময় করা হয়েছিল প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২ মাস কমিয়ে এনে। অন্য কোন ভেন্যু চিন্তা করার প্রয়োজন আছে এছাড়াও ক্যাডার কর্মকর্তা ছাড়া অন্যদের প্রশিক্ষণ নায়েম থেকে সরিয়ে এইচএসটিটিসি বা টিটিসিতে নেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা যেতে পারে। এই ইস্যুকে সামনে এনে আন্তীকরণ ইস্যু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার কোন সুযোগ নেই।'

ফেসবুকে বিসিএস শিক্ষা সমিতির নেত্রী মাসুদা তোপা লিখেছেন, 'নায়েমে কত আউলফাউল ট্রেনিং যে আজকাল হয় সেগুলোকে অন্যত্র পাঠাবে টিটিসি বা এইচএসটিটিসি যেখানে ইচ্ছে। ক্যাডার কর্মকর্তাদের সরানোর দুষ্ট বুদ্ধিটা কার মাথায় এলো- এই নামটা জানতে চাই আগে। যার মাথা থেকেই আসুক কোন কাজ হবে না। বিসিএস সমিতি কোন ছাড় দিবে না, ক্যাডার সদস্যরা এ অন্যায় মেনে নেবে না।'